আল-ফিরদাউস সাপ্তাহিকী

সংখ্যা:৪১ | নভেম্বর ১ম সপ্তাহ, ২০২০

সূচী

আরো এক ফিলিস্তিনী কিশোরকে হত্যা করলো ইহুদিবাদী ইসরায়েল, এবার ভিসা মুক্ত যাতায়াতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে আমিরাত-ইসরায়েল, আর ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ সুদানের মুসলিমগণ ০১

ইসলামবিদ্বেষী ম্যাক্রোঁর পাশে দাড়ালো ভারত, ম্যাক্রোঁকে 'আক্রমণের' নিন্দা জানিয়েছে দেশটি ০২

ফ্রান্সে আরবীতে কথা বলায় হামলার শিকার মুসলিম ভাই-বোন, মুসল্লিদের হত্যার হুমকি দিয়ে মসজিদে চিঠি ০৩

পূর্ব আফ্রিকায় আল কায়েদা মুজাহিদিনের শক্তিশালী হামলায় ১ মন্ত্রী নিহতসহ হতাহত বহু কুফফার সেনা, একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শহর বিজয় ০৩

পাকিস্তানে মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে মুজাহিদগণের হামলা, হতাহত বহু কুফফার সেনা ০৪

শামে আল কায়েদা মুজাহিদদের ভারী হামলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার নুসাইরী শিয়া সন্ত্রাসীরা ০৬

পশ্চিম আফ্রিকায় আল কায়েদা মুজাহিদদের চিরুনি অভিযানে খারেজী গ্রুপের আত্মসমর্পণ ০৭

খোরাসানে কুফফার বাহিনীর উপর তালিবান মুজাহিদদের তীব্র হামলা, হতাহত হাজারের অধিক কুফফার সেনা ০৮

ফিলিস্তিন

আরো এক ফিলিস্তিনী কিশোরকে হত্যা করলো ইহুদিবাদী ইসরায়েল, এবার ভিসা মুক্ত যাতায়াতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে আমিরাত-ইসরায়েল, আর ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ সুদানের মুসলিমগণ

ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে ১৮ বছর বয়সী আমের সানাওয়ার নামে এক ফিলিস্তিনি কিশোরকে হত্যা করা হয়েছে। গত ২৫ অক্টোবর এ পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড চালানো হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী এবং একটি মেডিকেল সূত্রে জানা গেছে, দখলকৃত পশ্চিম তীরে অবৈধভাবে বসতি স্থাপনকারী ইহুদিরা ভোরের দিকে ঐ ফিলিস্তিনি কিশোরকে পিটিয়ে হত্যা করেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন, কিশোর আমের বাজারে যাবার সময় ইহুদি দখলদার বসতির পাহারাদাররা তার উপর হামলা করে। মারা যাবার আগ পর্যন্ত তার ক্ষতবিক্ষত শরীরে আঘাতের পর আঘাত করা হয়েছে।

এ ঘটনায় আমেরের পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তার পরিবার জানিয়েছে, আমেরকে ধরে নিয়ে যাবার খবর শুনে আমারা দ্রুত ছুটে আসি। কিন্তু আমাদেরকে কাছে যেতে দেওয়া হয়নি। এমনকি আহত আমেরকে কোন প্রকার চিকিৎসার সুযোগ না দিয়ে ক্রমাগত বন্দুকের পিঠ দিয়ে আঘাত করা হয়েছে।

আল মানার টিভি চ্যানেল জানিয়েছে, আমেরের নিহতের ঘটনায় বিক্ষুব্ধ হয়েছেন পশ্চিম তীরের মুসলিম জনসাধারণ।

অপরদিকে ইসরায়েলের সাথে দুই দেশের নাগরিকদের জন্য ভিসামুক্ত যাতায়াতে সম্মত হলো আরব আমিরাত। মঙ্গলবার প্রথমবারের মতো ইসরায়েলে সরকারি সফরে যায় আমিরাতের একটি প্রতিনিধি দল। সেখানে দুই দেশের মধ্যে ভিসামুক্ত যাতায়াত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, অভ্যন্তরীণ বিমান পরিবহণসহ পাঁচটি বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ফিলিস্তিনি লিবারেশন অর্গানাইজেশনের কার্যকরী কমিটির সদস্য ওয়াসেল আবু ইউসুফ বলেন, আমিরাতের এই সফরের পর ইসরায়েল ফিলিস্তিনের আরো এলাকা দখলের চেষ্টা করবে। এতে কূটনৈতিকভাবে ইসরায়েলের অবস্থান আরও শক্ত হলো।

অন্যদিকে,সুদানে অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকের সরকারি সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করেছেন সুদানের মুসলিম জনতা। সরকারের মুসলিমবিরোধী এমন সিদ্ধান্তের পর রাজধানী খার্তুমে বিক্ষোভ করেন সুদানের নাগরিকরা।

গত শুক্রবার সন্ধ্যায় সুদানের জনগণ রাজধানী খার্তুমে সমাবেশ করেন এবং সুদানের সার্বভৌম পরিষদের প্রধান জেনারেল আবদেল ফাত্তাহকে সন্ত্রাসী ইসরালের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চুক্তি প্রত্যাখ্যানের আহ্বান জানান।

খার্তুমের বিক্ষোভে অংশ নিয়ে সুদানের নাগরিকরা বলেন, দখলদার রাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো শান্তি নয়, সমঝোতা নয়, একাত্মতা প্রকাশের প্রশ্নই উঠে না। আমরা কখনো তা মেনে নেবো না। আমরা ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে সব সময় আছি। 'সমাবেশ থেকে বিক্ষোভকারীরা ইসরায়েলের পতাকায় আগুনও দেন।

ইসলামবিদ্বেষী ম্যাক্রোঁর পাশে দাড়ালো ভারত, ম্যাক্রোঁকে 'আক্রমণের' নিন্দা জানিয়েছে দেশটি

রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ সরকার। খোদ প্রেসিডেন্টই সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানে আঘাত হানাকে সমর্থন করেছে। এজন্য ফরাসি প্রেসিন্টে ও দেশটির ইসলামবিদ্বেষী নাগরিকদের প্রতি ক্ষুব্ধ সারাবিশ্বের মুসলিম জনসাধারণ। কিন্তু ফ্রান্সের এরূপ ইসলামবিদ্বেষী নীতির প্রতি সমর্থন ঘোষণা করছে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ফরাসি প্রেসিডেন্টের প্রতি মুসলিমদের ক্ষোভ প্রকাশে নিন্দা জানিয়েছে। অথচ, এই ফরাসি প্রেসিডেন্ট যখন মহামানব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কটুক্তি করেছে, তখন ভারতের এসব হিন্দু মুশরিক নেতারা নিশ্চুপ ছিল। এসব কুফফার নেতারা আজ ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে বলে মনে করেন মুসলিম চিন্তাবিদরা।

ফ্রান্স

ফ্রান্সে আরবীতে কথা বলায় হামলার শিকার মুসলিম ভাই-বোন, মুসল্লিদের হত্যার হুমকি দিয়ে মসজিদে চিঠি

আরবীতে কথা বলায় ফ্রান্সের একটি শহরে মুসলিম ভাই-বোনের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। হামলার শিকার ওই মুসলিম ভাই-বোন জর্ডানের নাগরিক। কেবল আরবীতে কথা বলার কারণেই তাদের ওপর কট্টর বর্ণবাদী ও উগ্রপন্থী ফরাসিরা হামলা করেছে বলে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে দ্য ইসলামিক ইনফরমেশন।

হামলার শিকার ভাই ও বোন জানিয়েছেন, আরবীতে কথা বলার কারণে কট্টর বর্ণবাদী ও উগ্রপন্থী দুই ফরাসি নারী ও পুরুষ তাদের ওপর হামলা ও নির্যাতন করে। হামলার সময় হামলাকারীরা মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ব্যাঙ্গচিত্র প্রদর্শনের অপরাধে দায়ি ফরাসি শিক্ষককে সমর্থন করে বিভিন্ন আক্রমণাত্মক কথা বলে। এ বিষয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হলেও অভিযুক্ত দুই হামলাকারীকে গ্রেফতার করেনি ফরাসি পুলিশ।

একইভাবে দেশটির উত্তরাঞ্চলের একটি মসজিদে হুমকিমূলক বার্তা দিয়েছে সন্ত্রাসী ফরাসীরা। বার্তাটিতে মুসলিমদের হত্যা করার হুমকি দিয়েছে ইসলামের এসব ঐতিহাসিক শত্রুরা। তারা মুসলিম নারীদের হিজাব নিয়েও কটূক্তি করেছে এবং অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করেছে। এছাড়াও চিঠিতে মুসলিমদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেব। চিঠিতে শাতিমে রাসূল কুখ্যাত সামুয়েলের মৃত্যুর কড়ায়-কণ্ডায় হিসাব নেবার হুমকিও দেয় এই ক্রুসেডার সন্ত্রাসীরা।

পূর্ব আফ্রিকায় আল কায়েদা মুজাহিদিনের শক্তিশালী হামলায় ১ মন্ত্রী নিহতসহ হতাহত বহু কুফফার সেনা, একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শহর বিজয়

পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক আল-কায়েদার শক্তিশালী শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সোমালিয়া জুড়ে প্রতিনিয়ত সফল অভিযান পরিচালনা করে আসছেন। সম্প্রতি শাবাব মুজাহিদিন তাদের হামলার পরিসংখ্যান বৃদ্ধি করায় পশ্চিমাদের পুতুল সরকারের ক্ষমতার মসনদ নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। হারাকাতুশ শাবাব এর অফিসিয়াল সংবাদ মাধ্যম 'শাহাদাহ্ নিউজ' কর্তৃক প্রকাশিত অভিযানের তথ্য অনুযায়ী, গত সপ্তাহে সোমালিয়া জুড়ে দখলদার ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে ১২টি এবং সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ২২টি করে সর্বমোট ৩৪টি সফল অভিযান

পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

মুজাহিদদের পরিচালিত এসকল অভিযানের মাত্র ৫ টিতেই এক মন্ত্রী ও ৪ উচ্চপদস্থ সেনা অফিসারসহ ২৬ এরও অধিক ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে মুজাহিদদের পরিচালিত বাকি ২৯টি অভিযানেও অর্ধশতাধিক ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে। মুজাহিদগণ এসকল অভিযান শেষে ১টি গাড়িসহ অনেক অস্ত্রশস্ত্র গনিমত লাভ করেছেন।

এদিকে গত সপ্তাহে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ ৪টি শহর ও ৩টি গ্রামসহ বিস্তীর্ণ এলাকা ইসলামি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৪ অক্টোবর হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সোমালিল্যান্ড প্রশাসনের নিয়ন্ত্রিত সানাজ রাজ্যের চারটি শহর নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন। সোমালিল্যান্ড প্রশাসনের মিলিশিয়ারা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের অভিযানের খবর পেয়েই রাজ্যের ৪টি শহর ও বিস্তীর্ণ অঞ্চল ছেড়ে পালিয়ে যায়। পরে মুজাহিদিন নিয়ন্ত্রণে নেন সানাজ রাজ্যের সুতা এবং লাস্কি শহর।

শহরগুলোর নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পরে, শাবাব মুজাহিদগণ শহরগুলোর উল্লেখযোগ্য স্থাপনা পরিদর্শন এবং শেখদের সাথে সাক্ষাত করেন। নতুন নিয়ন্ত্রিত এসব শহরগুলোর বাসিন্দারা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদেরকে শহরে প্রবেশের পথে ফুল ছিটানো ও ইসলামী সঙ্গীত গেয়ে স্বাগত জানিয়েছেন।

এরপর গত ২৭-২৮ অক্টোবর, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সোমালিয়ার হাইরান রাজ্যের বালদুইন ও মাহাস নামক শহর দুটির মধ্যবর্তী বেশ কিছু গ্রামে সোমালীয় মুরতাদ সরকারি বাহিনীকে নির্মুল করতে বিশাল সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছেন। এসময় মুজাহিদগণ রাকসো, টিদান এবং ওয়াবউইন গ্রামগুলোতে অবস্থিত মুরতাদ বাহিনীর সকল চেকপোস্ট ও সামরিক চৌকি গুড়িয়ে দিয়েছেন। এতে মুরতাদ সৈন্যরা পলায়ন করলে মুজাহিদগণ গ্রামগুলোকে তাদের প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে নিয়ে আসেন।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সী তাদের এক রিপোর্টে বলেছে, এসব এলাকার বাসিন্দারা শাবাব মুজাহিদদের কাছে এই অভিযোগ করেছিলো যে, সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর সৈন্যরা এসব এলাকার রাস্তাগুলো অবরোধ করে যাত্রীদেরকে নানাভাবে হয়রানি ও ক্ষতি করছে। এরূপ জুলুমের বিরুদ্ধে পরে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন উক্ত এলাকাগুলোতে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন দক্ষিণ ও মধ্য সোমালিয়া এবং দেশের উত্তরের পেন্টল্যান্ড এবং সোমালিল্যান্ডের বেশিরভাগ অঞ্চল এখন নিয়ন্ত্রণ করছেন। তাঁরা নিজেদের শিকড় এখন কেনিয়ার গভীর পর্যন্ত প্রসারিত করেছেন।

উল্লেখ্য যে, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলগুলোকে "ইসলামি ইমারত" বলে অভিহিত করেন, ওখানে তাঁরা ইসলামী আইন দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন।

পাকিস্তান

পাকিস্তানে মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে মুজাহিদগণের হামলা, হতাহত বহু কুফফার সেনা

সম্প্রতি পাকিস্তানজুড়ে হামলার তীব্রতা বাড়িয়েছেন দেশটির সর্ববৃহৎ ও জনপ্রিয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান। গত ৩ মাস যাবৎ পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একের পর এক সফল হামলা চালাচ্ছে দলটি।

এরই ধারাবাহিতায় গত সপ্তাহেও পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় বেশ কিছু অভিযান পরিচালনা করেছে তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি) জানবাজ মুজাহিদিন।

দলটির অফিসিয়াল'উমর মিডিয়া' কর্তৃক প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে, গত ২২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার বিকেলে, পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সীর ওয়ারা ম্যামোন্ড সীমান্ত এলাকায় পাকিস্তানী মুরতাদ সামরিক বাহিনীর একটি পোস্টে হামলা চালিয়েছেন তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের জানবাজ মুজাহিদিন।

অভিযান চলাকালীন মুজাহিদগণ জিএল, রকেট লাঞ্চার এবং হ্যান্ড গ্রেনেডসহ হালকা অস্ত্র ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন। এতে পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর ৫ (পাঁচ) সেনা নিহত ও বেশ কয়েকজন সৈন্য আহত হয়েছে।

সূত্রমতে, মুজাহিদিন অভিযান শেষে ফিরে আসলে নাপাক বাহিনীর হেলিকপ্টারগুলো সৈন্যদের লাশ ও আহতদের নিতে সামরিক ঘাঁটির নিকটে পৌঁছায়।

একইদিন আসরের সময় দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের মার্কিন সিরনারাই সীমান্তে নাপাক বাহিনীর একটি পদাতিক দলকে টার্গেট করে হামলা চালান টিটিপির মুজাহিদিন। এতে অনেক সৈন্য হতাহত হয়। এসময় মুজাহিদদের শক্তিশালী মাইন বিস্ফোরণে ৩ সৈন্যের লাশ শূন্যে উড়তে দেখা গেছে। একইভাবে গত ২৪ অক্টোবর শনিবার রাতে দক্ষিণ ওয়াচিরিস্তানের খাইসুর এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেছেন টিটিপির মুজাহিদিন। টিটিপি তাদের গোয়েন্দা টিমের তথ্যের ভিত্তিতে ঐ অভিযানটি শের আমানউল্লাহ নামক এক নাপাক সেনা গুপ্তচরকে টার্গেট করে পরিচালনা করেন। এতে ঐ গুপ্তচর ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

টিটিপির মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্ বলেন, সে ছিলো তুরিখেল গোত্রের লোক, যাকে সেনাবাহিনী গুপ্তচরবৃত্তির জন্য নিযুক্ত করেছিলো। মুজাহিদদের উপর হামলা ও তাদের জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি করার কারণে সে মুজাহিদদের টার্গেটে পরিণত হয়।

এর আগে অর্থাৎ গত ২৩ অক্টোবর দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের মাকিন এলাকায় অন্য একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন টিটিপির মুজাহিদিন। যখন নাপাক সৈন্যরা পায়ে হেঁটে টহল দিচ্ছিলো, মুজাহিদগণ ঠিক সেই মুহূর্তেই সৈন্যদের একটি কাফেলাতে হামলা চালান। এতে পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর ৩ সৈন্য নিহত হয়েছে।

এমনিভাবে গত ২৮ অক্টোবর, পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের সাপিন-ওয়াম সীমান্তে রিমোর্ট কন্ট্রোল বোমা দ্বারা একটি হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। হামলাটি এমন সময় চালানো হয়েছে, যখন দেশটির মুরতাদ 'এফসি' সামরিক বাহিনীর সৈন্যরা রাস্তা পারাপার হচ্ছিলো। এই বোমা হামলায় এক 'এফসি' অফিসারসহ ডজনখানেক মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের সম্মানিত মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানি হাফিজাহুল্লাহ্ তাঁর এক টুইট বার্তায় এসব হামলার দায় স্বীকার করেছেন। মুহতারাম খোরাসানি তাঁর টুইট বার্তায় আরো বলেন, মহান আল্লাহ তায়ালার বিশেষ সহায়তায় এবং তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের সামরিক নেতৃত্বের নিয়মতান্ত্রিক নীতিমালার আওতায় দেশের সর্ব কোণে সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলির উপর হামলা অব্যাহত রেখেছেন মুজাহিদগণ। ইনশাআল্লাহ, যা প্রতিনিয়ত আরো বেগবান করা হবে। পাকিস্তানে ইসলামী শাসন কায়েম করে শান্তি ফিরিয়ে আনাই তেহরিকে তালেবানের লক্ষ্য।

শামে আল কায়েদা মুজাহিদদের ভারী হামলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার নুসাইরী শিয়া সন্ত্রাসীরা

সিরিয়ায় গত সপ্তাহে দখলদার রাশিয়া ও ইরানের মদদপুষ্ট মুরতাদ শিয়া নুসাইরী বাহিনীর অবস্থানে ভারী আর্টেলারি তোপ, রকেট ও স্নাইপার দ্বারা তীব্র হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা সমর্থিত জিহাদী গ্রুপগুলো।

ধারাবাহিক অভিযানের অংশ হিসেবে ২৩ অক্টোবর, সিরিয়ার মালাজাহ গ্রামে দখলদার রাশিয়ান কুফ্ফার বাহিনী ও কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানে ভারী আর্টেলারী তোপ দ্বারা বেশ কিছু হামলা চালিয়েছেন আনসারুত তাওহীদের জানবায মুজাহিদিন। এছাড়াও ঐদিন উক্ত এলাকায় মুজাহিদগণ কয়েকটি মিসাইল হামলাও চালান। আল-কায়েদা সমর্থিত এই দলটির এসব ভারী আর্টেলারী হামলায় কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এমনিভাবে গত ২৬ অক্টোবর সোমবার, কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে সফল স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন আনসারুত তাওহীদের মুজাহিদিন। ইদলিব সিটির দারুল কাবির এলাকায় মুজাহিদদের উক্ত সফল স্নাইপার হামলায় শিয়া মুরতাদ বাহিনীর ২ সৈন্য নিহত হয়েছে। একই এলাকায় এদিন মুজাহিদগণ নুসাইরী মুরতাদ ও দখলদার রাশিয়ান বাহিনীর অবস্থান টার্গেট করে বেশ কিছু রকেট হামলাও চালিয়েছেন।

এর আগে গত ২৫ অক্টোবর রবিবার, একই এলাকায় সফল স্নাইপার হামলা চালিয়েছিলেণ মুজাহিদগণ। এর ফলে ২ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়, একইদিন আল-মালাজাহ গ্রামেও স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন আনসারুত তাওহীদের মুজাহিদিন। এতে আরো ১ নুসাইরী সৈন্য নিহত হয়েছে।

একইভাবে 'আনসারুত তাওহীদ' এর স্নাইপার টিমের মুজাহিদিন গত ২৭ অক্টোবর মঙ্গলবার, সিরিয়ার আল-মালাজাহ গ্রামে কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে ২ দফা সফল স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন। এতে মুরতাদ বাহিনীর ২ এর অধিক সৈন্য নিহত হয়েছে।
এভাবে গতসপ্তাহে শিয়া ও রাশিয়ান জোট বাহিনীর বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি হামলা চালিয়ে শত্রু বাহিনীর অনেক সেনাকে হতাহত করেছেন মুজাহিদগণ।

অন্যদিকে গত সপ্তাহে কুফ্ফার বাহিনীর বিমান হামলায় শাহাদাত বরণ করেছেন আল-কায়েদার অঘোষিত সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের শীর্ষ নেতা ও একজন সামরিক কমান্ডার শাইখ আবু মুহাম্মাদ আস-সুদানী (রহ.)।

খবরে বলা হয়েছে, গত ১৫ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সিরিয়ার ইদলিব সিটির আরব-সাঈদ শহরে একটি গাড়ি লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালিয়েছিল ক্রুসেডার বাহিনী। এতে কয়েকজন লোক শাহাদাতবরণ করেছেন। কিন্তু ততক্ষণাৎ হতাহতদের কোন পরিচায় প্রকাশ করা হয়নি। পরে গত ২৬ অক্টোবর আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন সমর্থিত সংবাদ চ্যানেলগুলো জানায় যে, গত ১৫ অক্টোবর ইদলিবের আরব-সাঈদ শহরে গাড়ি লক্ষ্য করে পরিচালিত ক্রুসেডার বাহিনীর উক্ত বিমান হামলার লক্ষ্যবস্তু পরিণত হয়েছিলেন আল-কায়েদা শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের একজন উচ্চপদস্ত কমান্ডার ও প্রবীণ ব্যক্তিত্ব শাইখ আবু মুহাম্মাদ আস-সুদানি (রহ.)। এই হাহামলায় তিনি ও তার স্ত্রী শাহাদাত বরণ করেছিলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।

শাইখ আবু মুহাম্মাদ আস-সুদানি (রহ.) ছিলেন একজন উদার চরিত্র, দুর্দান্ত নম্রতার প্রতিক এবং জিহাদের ময়দানে দৃঢ়তার এক জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি। তিনি ছিলেন শহীদ শাইখ উসামা বিন লাদেন (রহ.) এর একজন সঙ্গী। একাধারে তিনি ছিলেন আফগান ও ইরাকে ক্রুসেডার মার্কিন বিরুধী যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন জানবাজ মুজাহিদ ও কমান্ডার।

তিনি শাহাদাতের কিছুদিন পূর্বে বিদ্রোহী গ্রুপ তাহরিরুশ শাম এবং এই দলটির সর্বোচ্চ নেতা আবু মুহাম্মদ আল-জুলানিকে উদ্দ্যেশ্য করে দু'টি বার্তা দিয়েছিলেন। তিনি তার প্রথম বার্তাটি প্রকাশ করেছিলেন ৯ অক্টোবর। তিনি এই বার্তাটি দিয়েছিলেন যাতে, তাহরিরুশ শাম অন্যায়ভাবে তাদের হাতে বন্দী মুজাহিদদের অতিদ্রুত মুক্তির ব্যবস্থা করে, মুজাহিদদের উপর অন্যায়ভাবে হামলা চালানো এবং কুফ্ফার বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে মুজাহিদদের সামনে কোন প্রতিবন্ধকতা তৈরি না করে। এজন্য তিনি তাহরিরুশ শামকে শাইখ আবু কাতাদাহ্ আল-ফিলিস্তিনী (হা.)কে প্রধান বিচরক মেনে শরিয়া আদালতে বৈঠক করার জন্য দাবি জানান। কিন্তু তাহরিরুশ শাম শাইখের বার্তাটি উপেক্ষা করে এবং মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে থাকে।

এরপর শাইখ আবু মুহাম্মাদ আস-সুদানি (রহ.) তাহরিরুশ শামকে উদ্দ্যেশ্য করে ১৪ অক্টোবর বুধবার তাঁর দ্বিতীয় বার্তাটি প্রকাশ করেন। আর এই বার্তা প্রকাশের পরের দিন অর্থাৎ ১৫ অক্টোবর ক্রুসেডার জোট শাইখের গাড়িতে বোমা হামলা চালায়। এর মধ্যদিয়ে সমাপ্তি ঘটে শাইখ আবু মুহাম্মাদ আস-সুদানি (রহ.) এর জীবনের। আল্লাহ্ তা'আলা শাইখকে শুহাদাদের কাতারে শামিল করুন, জান্নাতের উচ্চমাকাম দান করুন। সাথে সাথে তাঁর মুজাহিদ ভাইদের ধৈর্য ধারণ করার তাওফিক দিন, কুফ্ফার ও জালিম বাহিনীর উপর তাঁর ভাইদের বিজয়ী করুন, আমিন।

পশ্চিম আফ্রিকা

পশ্চিম আফ্রিকায় আল কায়েদা মুজাহিদদের চিরুনি অভিযানে খারেজী গ্রুপের আত্মসমর্পণ

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের (JNIM) একটি সূত্র জানিয়েছে, গত ২৩ অক্টোবর থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত মালি ও বুর্কিনা-ফাসো সীমান্ত অঞ্চলে চিরুনি অভিযান চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। এই চিরুনি অভিযানের লক্ষ্য ছিল সীমান্ত অঞ্চলগুলোতে থাকা আইএস ও অন্যান্য সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোর গোপন আস্তানা গুড়িয়ে দেওয়া, এবং এসব স্থানে লুকিয়ে থাকা সন্ত্রাসীদেরকে বন্দী করে শরয়ী আদালতে হস্তান্তর করা, যারা গত কয়েকমাস যাবৎ গুপ্ত হামলা চালিয়ে বেশ কিছু নিরপরাধ মুসলিমকে শহিদ করেছে।

মুজাহিদদের এই চিরুনি অভিযানে অনেক সন্ত্রাসী গ্রুপ সীমান্ত এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে। এই অভিযানের সময় অনেক আইএস সদস্য মুজাহিদদের হাতে বন্দী এবং হতাহত হয়েছে। এছাড়াও কয়েক ডজন আইএস সদস্য মুজাহিদদের হামলা থেকে বাঁচতে মুরতাদ বুর্কিনা-ফাসো ও মালিয়ান সৈন্যদের কাছে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছে। যেমনটি এই খারেজি গ্রুপের সদস্যরা ইতিপূর্বে আফগানিস্তানে তালেবান মুজাহিদদের হাত থেকে বাঁচতে কাবুল বাহিনীর কাছে দলে দলে আত্মসমর্পণ করেছিলো।

খোরাসান

খোরাসানে কুফফার বাহিনীর উপর তালিবান মুজাহিদদের তীব্র হামলা, হতাহত হাজারের অধিক কুফফার সেনা

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদিন প্রতি সপ্তাহের ন্যায় গত সপ্তাহেও আফগানিস্তান জুড়ে ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে কয়েক শতাধিক সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। আল-ফিরদাউস নিউজ টিম তালেবানদের পরিচালিত এসকল সফল অভিযান সমূহের মধ্য থেকে ৭৬ টি অভিযানের একটি সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে।

আল-ফিরদাউসের সংগৃহীত উক্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত সপ্তাহে তালেবান মুজাহিদদের কেবলমাত্র ৭৬টি অভিযানে ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম মুরতাদ কাবুল বাহিনীর ১০৮০ সৈন্য হতাহত হয়েছে। যাদের মাঝে নিহত সৈন্য সংখ্যা হচ্ছে ৬৪৮ জন এবং আহত সৈন্য সংখ্যা হচ্ছে ৪৩২ জন।
তালেবান মুজাহিদদের তীব্র হামলা ও গোলার আঘাতে ধ্বংস হয়েছে কাবুল বাহিনীর ১২৫ টিরও অধিক ট্যাঙ্ক, সামরিকযান ও অন্যান্য গাড়ি।

অপরদিকে তালেবান মুজাহিদগণ আফগানিস্তান জুড়ে তাদের বিস্তৃত এসকল সফল অভিযানের মাধ্যমে মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনী থেকে বিজয় করে নিয়েছেন ১টি জেলা শহর, ৭টি পুলিশ হেডকোয়ার্টার এবং ২৩টি সামরিক কেন্দ্র/ঘাঁটি। এছাড়াও মুজাহিদগণ বিজয় করেছেন ৯৭টি সেনা চৌকি এবং চেকপোস্টসহ বিস্তীর্ণ এলাকা।

স্স্এদিকে ইমারতে ইসলামিয়ার দাওয়াহ বিভাগ ও স্থানীয় মুজাহিদদের ডাকে সাড়া দিয়ে প্রতিনিয়ত মুজাহিদগণের সাথে এসে মিলিত হচ্ছে কাবুল বাহিনীর ডজনে ডজনে সেনা ও পুলিশ সদস্য। এরই ধারাবাহিতায় গত সপ্তাহেও কাবুল বাহিনীতে থাকা নিজেদের সামরিক পদ থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে ইমারাতে ইসলামিয়ায় যোগদান করেছেন কাবুল বাহিনীর ১৬১ সেনা ও পুলিশ সদস্য।

উল্লেখ্য যে, কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধে গত সপ্তাহে তালেবান মুজাহিদদের পরিচালিত অভিযান সমূহের মধ্যে সবচাইতে সফল ২টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিল দেশটির খোস্ত ও জাবুল প্রদেশে।

এর মধ্যে ২২ অক্টোবর জাবুল প্রদেশের সিওডি জেলায় মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক দ্বারা হামলা চালিয়েছিলেন গাজী আব্দুল্লাহ নামক একজন জানবায তালেবান মুজাহিদ। যিনি দীর্ঘ ৩ মাস সময় নিয়ে একটি সুড়ঙ্গ বা টানেল খনন করেন, যার খননকাজ শেষ হয় জাবুলের সবচাইতে বৃহৎ সামরিক ঘাঁটির বরাবর নিচের দিকে। অতঃপর ২২ অক্টোবর সন্ধ্যায় সামরিক ঘাঁটির নিচের অংশের টানেলে বিপুল পরিমাণ শক্তিশালী বোমা এনে জমা করেন ঐ মুজাহিদ, পরে রিমোর্ট কন্ট্রোলের মাধ্যমে উক্ত বোমাগুলোর বিস্ফোরণ ঘটান। যার ফলে সামরিক ঘাঁটিতে থাকা বেশ কিছু মার্কিন সৈন্যসহ দেড় শতাধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

এরপর গত ২৭ অক্টোবর ভোর বেলায় ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের শহিদ ব্যাটেলিয়নের মাত্র ৭ জন জানবাজ তালেবান মুজাহিদিন দীর্ঘ ১০ ঘন্টা যাবৎ মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ ও কাবুল সরকারের বিশেষ বাহিনী এনডিএসের কার্যালয়ে একটি বীরত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করেছেন। ঐ অভিযানে ক্রুসেডার আমেরিকা ও মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর ৩০০ এরও অধিক সৈন্য নিহত হয়েছে। বিপরীতে এই বরকতময় অভিযানে অংশগ্রহণকারী ৫ জন মুজাহিদ ইনশাআল্লাহ্ শাহাদাতের গৌরব লাভ করেছেন, বাকি ২ জন মুজাহিদ নিরাপদে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছেন।

AL-FIRDAWS NEWS
আল-ফিরদাউস নিউজ

ভিজিট করুন

https://dawahilallah.com
https://alfirdaws.org
https://gazwah.net